গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বেসরকারি কলেজ শাখা
www.dshe.gov.bd
ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০১২.২২.২৪৩

তারিখ: ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
২০ মে ২০২২

বিষয়: **তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ।**

নওগাঁ জেলার বালাতৈড় সিদ্দিক হোসেন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক জাল/ভূয়া কাগজপত্র দাখিলকরণ বিষয়ে উক্ত কলেজের অর্থনীতি বিষয়ের প্রভাষক একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের বর্ণনা: "আমি মো: এরশাদ আলী, পিতাঃ মোঃ সাবের আলী, মাতাঃ সরিজান বেগম,গ্রামঃ চাঁদপুর, ডাকঘর-কালিগঞ্জ হাট, উপজেলা- তানোরে, জেলা- রাজশাহী, প্রভাষক অর্থনীতি বিভাগ, বালাতৈড় সিদ্দিক হোসেন ডিগ্রী কলেজ, ডাকঘর-বালাতৈড়, উপজেলা নিয়ামতপুর,জেলা-নওগাঁ। আমি আমার নিয়োগে সংক্রান্ত সঠিক তথ্য উপস্থাপন করলাম। আমার বিষয়ের নিয়োগেদানের/ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জিবি কর্তৃক সিদ্ধান্ত ০৬/০৩/২০১৫ খ্রি: ০৫ নং আলোচ্যে বিষয়। নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পত্রিকার নাম দৈনিক সমকাল ও দৈনিক সান সাইন, তারিখ: ০১/০৪/২০১৫ খ্রি:। বাছাই ও নিয়োগে বোর্ডে গঠনের জিবি কর্তৃক সিদ্ধান্ত ২৮/০৪/২০১৫ খ্রি: তারিখ। আমার ৩য় পদের নিয়োগে নিমিত্তে গত ৩১/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। আমি উক্ত পরীক্ষায় ১ম হয়ে নির্বাচিত হই। ৩য় পদের নিয়োগে বোর্ডের সুপারিশ কলেজের | গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদেন হয়। যার অধিবেশন নং-খ্রি:, ০৫/২০১৫, তারিখ ২২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ। অত্র কলেজের অধ্যক্ষ ড. মোঃ আমজাদ হোসেন তিনি গত ৩১/০৮/২০১৫ খ্রি: তারিখে আমাকে ডিগ্রী ৩য় পদে নিয়োগে পত্র প্রদান করেন। নিয়োগে পত্রের স্মারক নং-বাসিহোডিক/নি-২৬/১৫, আমি গত ০২/০৯/২০১৫ খ্রি: তারিখে রোজে বুধবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় কলেজে ৩য় পদে যোগেদান করি। কলেজ গভর্নিং বডি কর্তৃক আমার ৩য় পদের নিয়োগে ও যোগেদান অনুমোদিত হয়, যার অধিবেশন নং-০৬/২০১৫, তারিখ ২৯/১০/২০১৫ খ্রি:। অধ্যক্ষ তখনি আমাকে আমার নিয়োগের কাগজপত্রাদি প্রেরণ করেন যা এখনো আমার নিকট পরিস্কার রয়েছে । পরবর্তীতে গত ২০/০২/২০১৬ খ্রি: তারিখে ডিগ্রী অর্থনীতি ২য় পদ শূন্য হওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক ও গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ক্রমে গত ১৫/০৩/২০১৬ খ্রি: তারিখে আমাকে ডিগ্রী ৩য় পদ থেকে ডিগ্রী ২য় পদে সর্ব সম্মতি ক্রমে সমন্বয় করা হয়। এই মর্মে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে ২য় পদের সমন্বয়ের সঠিক রেজুলেশন প্রদান করেন। যার অধিবেশন নং ০২/২০১৬ খ্রিঃ, তারিখ-১৫/০৩/২০১৬ খ্রিঃ। পদায়নের পরে তিনি পুনরায় আমাকে ২য় পদের নিয়োগেপত্র প্রদান করেন। যার স্মারক নং-বাসিহোডিক/নি-৩/১৬,তারিখ ১৬/০৩/২০১৬ খ্রি:, এবং ২০/০৩/২০১৬ খ্রি: তারিখে রোজে রবিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আমাকে ২য় পদের যোগেদান পত্র প্রদান করেন।

কিন্তু আমার এম.পি.ও ভুক্তির আবেদন অনলাইনে প্রেরণ করার সময় অধ্যক্ষ মহোদয় একটি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থের লোভে আমার বৈধ নিয়োগে বোর্ডের আসল সকল কাগজপত্রাদি টেম্পারিং করে অধ্যক্ষ অতিরিক্ত পাঁচটি বিষয় যেমন-বাংলা, ইংরেজী, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভুগোলে অবৈধ নিয়োগে দেখিয়েছেন। এই পাঁচটি বিষয় আমার শিক্ষক নিয়োগে নির্বাচনী বোর্ডে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি মনোনেয়ন প্রসঙ্গ চিঠিতে এবং নিয়োগে নির্বাচনী কমিটিতে ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকা প্রসঙ্গ চিঠিতে উল্লেখ নাই। অতিরিক্ত এই পাঁচটি বিষয় আমার নিয়োগের আসল মূল রেজুলেশনে ও কোন চিঠিতে এবং নিয়োগে বিজ্ঞপ্তী পত্রিকার সাথেও মিল নাই। যার জন্য আমার অজান্তে গোপেনে তিনি কাগজপত্র আমাকে না দেখিয়ে এবং আমাকে সঙ্গে না নিয়ে একাই আমার নিয়োগের সঠিক ফাইল প্রেরন না করে তিনি

আমার নিয়াগে সংক্রান্ত মূল কাগজপত্রাদি টেম্পারিং করে নিজের মত কাগজপত্র তৈরি করে আমার নিয়াগের মূল রেজুলেশন কাটাকাটি বা ঘষামাজা করে অতিরিক্ত পাঁচটি বিষয় বসিয়েছেন যা আমার নিয়াগের কোন আসল কাগজের সঙ্গে মিল নাই। আবেদন করার মুহূর্তে আমার আসল সকল কাগজপত্রাদি টেম্পারিং করে আমার এম.পি.ও ভুক্তির জন্য ১ম আবেদন তিনি গাপেনে গত ০২/০৫/২০২০ খ্রি: তারিখে প্রেরণ করেন। একই তারিখে আমার কলেজের ডিগ্রী শাখার সকল শিক্ষক ও কর্মচারীর আবেদন প্রেরণ করেন কিন্তু আমার সহ সকল শিক্ষকের ফাইল রিজেক্ট হয়। রিজেক্টের কারণ আমার সহ সকল শিক্ষকের একই ছিল। রিজেক্টের কপি তিনি প্রদাণ করেন। পরবর্তীতে গত ২৮/০৭/২০২০ খ্রি: তারিখে পুনরায় আমার আবেদন সহ সকল শিক্ষকের আবেদন প্রেরণ করেন এবং সকল শিক্ষকের বেতন হয়ে যায়। কিন্তু আমার ফাইল রিজেক্ট হয়ে যায়। যা আমাকে তিনি দেখান নাই। কিন্তু আমার নিয়াগের সঠিক কাগজপত্র প্রেরণ না করায় এবং রেজুলেশন কাটা কাটি বা ঘষামাজা থাকায় রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসে আমার এম.পি.ও ফাইল বাতিল বলে বিবেচিত হয়। তখন আমার বেতন না হওয়ার কারণ আমি জানতে চাই। আমি আমার ফাইল দেখতে চাই ও রিজেক্ট কপি চাই কিন্তু তিনি আমাকে দেন নাই। ঐ সময় তিনি বলেন সামান্য ভূল আছে, আমি ঠিক করে নিব, সামনের ধাপে আমি তামোর বেতন করে দিব। তুমি কাউকে কিছু বলবা না, অন্য মানুষকে জানাজানি করাে না। বলাবলি করলে তামোর বেতন করে দিব না। কলেজের কোন শিক্ষককে ও গভর্নিং বডিকে বলতে নিষেধ করেন, প্রতিদিন কলেজে যেতেও নিষেধ করেন এবং কলেজে আমি গেলে যেন কলেজ টাইমের পরে যাই সেটা বলেন। এম.পি.ও আবেদনের সময় হলে তিনি আবেদনের ঐ কয়েক দিন কলেজে ঠিক মত আসেন না, আমার ফোন রিসিভ করেন না। বিভিন্ন তালবাহানা করতে থাকেন। আমি তিনার কথায় চুপচাপ ছিলাম কিন্তু তিনি বিভিন্ন অপকৌশলে শুধু সময় ক্ষেপন করতে থাকেন।

স্যার, এক পর্যায়ে আমি আমার বেতন না হওয়ার আসল কারণ অফিসের মাধ্যমে জানতে পারি এবং আমার বেতনের জন্য পাঠানাে কাগজগুলি আমি সংগ্রহ করি। সেখানে দেখা যায় আমার নিয়াগের সঠিক কাগজপত্রগুলির সাথে প্রেরণকৃত কাগজপত্রের কোন মিল নাই। তিনি আমার নিয়াগে ৩য় পদ এবং পরে সমন্বয়ের ২য় পদ এই মর্মে আমার বেতনের কাগজ প্রেরণ করেননি। আমার নিকট আমার বৈধ নিয়াগের আসল সকল পরিষ্কার রেজুলেশন সহ যাবতীয় মূল কাগজ পত্র রয়েছে। বর্তমানে অধ্যক্ষ মহাদেয় আমার সংঙ্গে তেমন কোন যাগোযাগে করেন না, আমার কোন কথা শানেন না। আমি যাগোযাগের চেষ্টা করেও তিনাকে পাইনা।বর্তমানে তিনি বিভিন্ন অপকৌশলে কালক্ষেপন করছেন। আমার বেতনের জন্য বর্তমানে তিনি কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এখন তিনি রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসেও যাচ্ছেন না। তিনি আমাকেই অফিসে যাগোযাগে করে বেতন করে নিতে বলছেন। অধ্যক্ষ নিজের অপরাধ লুকানারে জন্য আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কিছু কথা বার্তা বলছেন। তিনি আরাে বলেন, আমি তামোর বেতন করতে গেলেই আমার বড় সমস্যা হবে। তখন উপায় না পেয়ে আমি রাজশাহী আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস কে আমার বিষয়টি জানাই। এক পযায়ে শ্রদ্ধেয় পরিচালক স্যার আমার বিষয়টি আমলে নিয়ে গত ২৭/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আমার কলেজে গিয়ে তদন্ত করে তিনি আমার নিয়াগে সংক্রান্ত আসল সকল কাগজপত্রাদি নিয়ে আসেন এবং অধ্যক্ষের টেম্পারিং করা কাগজপত্র নিয়ে আসেন। তখন অধ্যক্ষ নিজের ভুল স্বীকার করে আইনি ব্যাখ্যা সহ গত ১২/০৮/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আমার সঠিক কাগজপত্রাদি অনলাইনে রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করেছেন তা তিনি আমাকে বলেন। কিন্তু আজ অবধি আমার বেতন হয়নি। অতএব,জনাব আপনার নিকট আমার আকুল আবেদন আমার সঠিক নিয়াগে বিধি অনুসারে দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রয়াজেনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে আমার বেতন ভাতা চালু করনে মহাদেয় আপনার একান্ত সু-মর্জি কামনা করছি “

বর্ণিত বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামত সহ ১৪ কর্ম দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরেজির সহকারী অধ্যাপক মোঃ জাকির হোসেনকে নির্দেশক্রমে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হলো।

২০-৫-২০২২

মোঃ আবদুল কাদের

সহকারী পরিচালক

বিতরণ :

১) অধ্যক্ষ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ।

২) জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি), নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০১২.২২.২৪৩/১

তারিখ: ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯
২০ মে ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অধ্যক্ষ, বালাতৈড় সিদ্দিক হোসেন ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ।

২০-৫-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক